দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 01 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৮ | সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষায় উন্মুক্ত বিশ্বকোষের অগ্রযাত্রা

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের বর্তমান এই যুগকে যদি উত্তর আধুনিককাল বলা হয়, তবে উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চা তাহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কেবল একটি প্রতিষ্ঠান কিংবা একক ব্যক্তির প্রয়াস নহে, প্রযুক্তিভিত্তিক মুক্ত জ্ঞানকোষকে সমৃদ্ধ করিয়াছে এইকালের শত কোটি আলোকিত মানুষ। তাহাদের উদ্যম, সযত্ন শ্রম, মেধা এবং জ্ঞানের আলো বিতরণের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা এইকালের সমাজ বিনির্মাণে রাখিয়া চলিয়াছে অসামান্য অবদান। জ্ঞান ছড়াইয়া দেওয়ার বৈশ্বিক এই কর্মযজ্ঞে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীও পিছাইয়া নাই। তাহারাও আগাইয়া চলিয়াছে সমান তালে। ইহার মধ্য দিয়া বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণাভিত্তিক কর্মকাণ্ডকে যেমনি সহজে বহির্বিশ্বে জানান দেওয়া সম্ভব হইতেছে, তেমনি বিশ্বের খুঁটিনাটি সব তথ্যও এই দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত তাহাদেরই ভাষায়। গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারি অনলাইন মুক্ত বিশ্বকোষের প্রতিষ্ঠাতা উইকিমিডিয়া ফাউণ্ডেশন জানায়, প্রতিষ্ঠানটির ওয়েব পোর্টালের তথ্য-নিবন্ধ অনুবাদের ক্ষেত্রে বিশ্বের ১৮৭টি ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান তৃতীয়। অভাবনীয় এই সাফল্য অর্জনের পথ সহজসাধ্য নহে। দেশের প্রযুক্তিক্ষেত্রে যে একটি নিরব বিপ্লব ঘটিয়া চলিয়াছে তাহারই ফল আজকের এই সাফল্য। এই দেশের লক্ষ কোটি অদম্য তরুণের হাতে মাতৃভাষায় বিশ্বকোষের বাংলা সংস্করণ তৈয়ার হইয়াছে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। মাতৃভাষার প্রতি এইদেশের মানুষের গভীর ভালোবাসারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইহা।

উইকিপিডিয়া হইলো বিশ্বের সবচাইতে বৃহৎ, সমৃদ্ধ এবং সম্পূর্ণ উন্মুক্ত জ্ঞানকোষ। সকলের জন্য একটি উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডারের ধারণাটি গবেষক জিমি ওয়েলসের। প্রতি মুহূর্তে এই তথ্যভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কোটি কোটি স্বেচ্ছাকর্মী যুক্ত হইইয়াছে বৃহৎ এই কর্মযজ্ঞে। নূতন সব বিষয় যুক্ত করিবার সাথে সাথে পুরনো তথ্যকে হালনাগাদ এবং পুনর্বিন্যাসের কাজটিও চলিয়াছে অবিরত। ভাষা যাহাতে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করিতে পারে, সেইজন্য বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় ইহার সংস্করণ তৈয়ার করিবার উদ্যোগ লওয়া হয়। তবে তাহার সময়কালও অর্ধ দশকের অধিক নহে। কিন্তু স্বল্প এই সময়ের মধ্যেও নানা ভাষায় তথ্য-নিবন্ধ যতটা নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে তাহা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি মানুষের ভাষা বাংলা। বৃহৎ এই তথ্যকোষের বাংলা সংস্করণ তাই বিরাট গুরুত্ব বহন করে। ফাউণ্ডেশনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি জানাইয়াছেন, কেবল সংখ্যার বিচারে নহে, উইকিপিডিয়ায় বাংলা ভাষার আজকের এই অবস্থান অর্জনের পিছনে রহিয়াছে ভাষার গুণগত উৎকর্ষ রক্ষার ক্ষেত্রে কর্মীগণের বিশেষ পারঙ্গমতা। সেইকারণেই বাংলা ভাষায় অনূদিত সব তথ্যের ক্ষেত্রে যে বিশুদ্ধতা রক্ষা পাইয়াছে তাহা বলা চলে। কিন্তু পথ এইখানেই শেষ নহে, আগাইয়া যাইতে হইবে আরও বহুদূর। বিশ্বের প্রায় ৫ শতাংশ মানুষের ভাষার মহিমা ছড়াইয়া দেওয়ার কাজটি করিতে হইবে আমাদেরই। উইকিপিডিয়ার মতো অধুনা এই প্রযুক্তি এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতে পারে। যাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে বৃহৎ এই অর্জন সম্ভব হইয়াছে, স্বাধীনতার মাসে তাহাদের সকলকে অভিনন্দন। জ্ঞানচর্চার উন্মুক্ত বিশ্বে বাংলা ভাষার এই পথ চলা হউক নিরন্তর।